দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ...

পৃষ্ঠা ১৪ কলাম ৪

NOV 03 2002

যৌন নিপীড়ক ছাত্রকে শাস্তি প্রদানে জাবি প্রশাসনের দীর্ঘসূত্রতা ॥ ছাত্র ও শিক্ষকরা ক্ষুব্ধ

জাবি সংবাদদাতা ॥ জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে যৌন নিপীড়নকারী এক ছাত্রকে শাস্তি প্রদানে প্রশাসন দীর্ঘসূত্রতার আশ্রয় নেয়ায় ক্যাম্পাসে ছাত্র-শিক্ষকরা বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠছে। গত পূজার ছুটিতে পরিসংখ্যান বিভাগের মাস্টার্সের ছাত্র আমিনুল হক বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ছাত্রী ও শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের এক শিক্ষককে শারীরিকভাবে লাঞ্ছিত করে। কিন্তু দীর্ঘ ১৬ দিন অতিবাহিত হলেও প্রশাসন কার্যকর কোন ব্যবস্থা গ্রহণ না করায় প্রশাসনের ভূমিকা নিয়ে ছাত্র-শিক্ষকরা প্রশ্ন তুলেছে।

ডিসিপ্লিনারি কমিটির সভায় সিদ্ধান্ত হবে

গত ১৭ অক্টোবর বিশ্ববিদ্যালয়ে পূজার ছুটি চলাকালীন আমিনুল হক বিশ্ববিদ্যালয়ের সরকার ও রাজনীতি বিভাগের সাবেক ছাত্রী ও শাবি শিক্ষককে বিশ্ববিদ্যালয়ের এমএইচ হল সংলগ্ন ঢাকা-আরিচা মহাসড়কে রিক্সার ওপর যৌন নিপীড়নের চেষ্টা চালায়। এ সময় তাৎক্ষণিকভাবে শিক্ষিকার চিৎকার শুনে এমএইচ হলের ছাত্ররা তাকে রক্ষা করে। যৌন নিপীড়ক আমিনুলকে এ সময় ছাত্ররা এমএইচ হলে নিয়ে গিয়ে আটক করে রাখে। পরবর্তীতে খবর পেয়ে হল প্রভোস্ট শামছুল আলম সেলিম ঘটনাস্থলে উপস্থিত হলে আমিনুল হক প্রায় শতাধিক ছাত্রের সামনে নিজের দোষ স্বীকার করে লিখিত মুচলেকা দেয়। এ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে গত ১৯ অক্টোবর আমিনুল হককে শোকজ করে প্রশাসন। কিন্তু অভিযুক্ত আমিনুল নির্ধারিত সময় অতিবাহিত হওয়ার পর প্রশাসনের কাছে বৃহস্পতিবার

দেয়া শোকজের জবাবে তার পূর্বের স্বীকারো
অস্বীকার করে। এ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে যৌ
নিপীড়নের স্বীকার শিক্ষিকা প্রশাসনের কাছে শা
চেয়ে দেয়া দরখাস্তে "অশালীন আচরণ" উল্লেখ্য ক
এবং যৌন নিপীড়ক আমিনুলের দোষ অস্বীকার– দু
বিষয়কে একত্র করে প্রশাসন ঘটনাকে ভিন্ন খা
প্রবাহিত করতে চাইছে বলে ছাত্র-শিক্ষকরা অভিযে
করেছে। এ পরিস্থিতিতে গতকাল নির্যাতন প্রতিরে
ছাত্রঐক্যের ব্যানারে সাধারণ ছাত্রছাত্রীরা ক্যাম্পা
মিছিল-সমাবেশ করে
সমাবেশে বক্ত
উপাচার্যকে গত
অক্টোবর স্মারকলিপি দে
পরও ব্যবস্থা না নে
প্রশাসনের ভূমিকা নিয়ে
তুলেছে। সমাবেশে ছাত্রঐক্য নেতারা অবিলম্বে
নিপীড়ক আমিনুলের স্বীকারোক্তিমূলক বক্ত
পরিপ্রেক্ষিতে তার ছাত্রত্ব সার্টিফিকেট বাতিলসহ
বিরুদ্ধে প্রশাসনের মামলা করার দাবি জানিয়ে
এদিকে অভিযুক্ত আমিনুলের কারণে পরিসং
বিভাগের মাস্টার্সের ব্যবহারিক পরীক্ষা আটকে যাও
বিভাগীয় শিক্ষকরা অবিলম্বে তাকে শাস্তি প্রদ
আহ্বান জানিয়েছেন। এ ব্যাপারে প্রক্টর অধ্য
মজিবর রহমান বলেন, অভিযুক্তের শোকজের জব
ভিত্তিতে আজ রবিবার ডিসিপ্লিনারি কমিটির সভা
উপাচার্য অধ্যাপক জসীমউদ্দিন আহমেদকে
বিষয়টি অবহিত করে শীঘ্রই ডিসিপ্লিনারি কমিটির
ডাকা হবে।